দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 05 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

জিপিএ-৫ পাওয়াই কি ওদের অপরাধ

স্বপ্না রেজা

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অনেক সংশয়, সংকট, অপারদর্শিতা, অবিজ্ঞানসম্মত কৌশল রয়েছে, এটা নতুন কিছু নয়। পাঠ্যক্রমের পাঠ্যসূচিতে নেই সঠিক তথ্য, জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার নেই তত্ত্ব, নেই মূল্যবোধ গড়বার চর্চার উদাহরণ। অপরিণত, অপ্রয়োজনীয় সিলেবাস ধরিয়ে, মুখস্থ করিয়ে, নোট সংগ্রহে ছোটাছুটি করিয়ে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অদক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করিয়ে তাদের কাছ থেকে শিক্ষা মন্ত্রমুগ্ধের মতো গ্রহণ করতে একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাজীবন পাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থার মূলে কে আছে? নিঃসন্দেহে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, অভিভাবক। মিডিয়া কি কখনো চেষ্টা করেছে এই বিষয়গুলো নিয়ে ভেবে জীবনভিত্তিক, বিজ্ঞানসম্মত, মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থার জন্য সক্রিয় ভূমিকা রাখার চেষ্টা করতে? আমাদের শিশুরা কী শিখে চলেছে, কোন কৌশলে তারা বেড়ে উঠছে সেই উৎসগুলোতে কি মূল্যবান মতামত দিয়েছে মিডিয়া কখনো, যাতে টনক নড়বার সুযোগ ছিল জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার কোথায় গিয়ে ঠেকছে মূল ফলাফল?

জিপিএ ফাইভ কী? বাংলাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণীত শিক্ষার্থীদের একটি মেধার স্ট্যাটাস। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য এটি একটি টার্গেট বা লক্ষ্যমাত্রা। এই লক্ষ্যমাত্রা মাথায় নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ ছোটেন সোনার হরিণ ধরার জন্য। এই মানসিকতা তৈরি করেছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। আর এ ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থাকে মদদ, উৎসাহ, উদ্দীপনা দিয়েছেন আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিওয়ালা গোষ্ঠী, নীতিনির্ধারক মহল। এই জিপিএ ফাইভ প্রাপ্তির জন্য শিশুরা কী শিখছে, কী শিখবে, সেটা বড় কথা নয়. শিশুরা জিপিএ ফাইভ পাবে ক্ষমতাসীনদের আমলে সেটাই বড় কথা, সেটাই যেন উন্নয়ন এবং এই পাওয়াটা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে সেটা হবে উন্নয়নের জোয়ার।

কী শিখছে আমদের শিশুরা, কী পড়ছে? ভাবার সময় ছিল অনেক আগেই। তারপরও বলি, এক্ষুনি ভাবতে বসুন। শিশুদের শিক্ষা নিয়ে যারা ভাবেন, কথা বলেন, সেমিনার সিম্পোজিয়াম করেন অহরহ; দেখুন তো কী শিখছে আমাদের শিশুরা, কতটা নিরাপদে ওদের মেধার চর্চা হচ্ছে। প্লিজ, ওদেরকে নিয়ে রাজনৈতিক খেলা আর নাই বা খেলি। রাজনৈতিক অর্জনে কোমলমতিদের গিনিপিগের মতো ব্যবহান না করি। যদি আমরা আজ তা না করার শপথ নেই, এই সোনার দেশের অস্তিত্ব একদিন থাকবে না। সুসজ্জিত কোনো বাহিনীই দেশ রক্ষা করতে পারবে না। যদি না জাতিকে রক্ষা করার দায়িত্বটা শিক্ষাব্যবস্থার ওপর বর্তায়। দেশপ্রেম জাগ্রত হয় সঠিক শিক্ষা বীজ বপনে। আজ যে সকল শিশু বলতে পারছে না বিজয় দিবস বা স্বাধীনতা দিবসের কথা, তার জন্য কারা দায়ী, আমি আপনি কি এই দায় থেকে মুক্ত? মোটেও নয়।

আসুন, জ্ঞান নিয়েই জ্ঞান দান করি, জ্ঞানের সঠিক মূল্যায়ন করি এবং আগামী প্রজন্মকে জ্ঞানী হতে সহায়তা করি।

● লেখক : কথাসাহিত্যিক